10

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 OCT 1998 ...
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

পাবনায় ছাত্রী উপবৃত্তি ও শিবিখা কর্মসূচীতে

অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ

পাবনা সংবাদদাতা ॥ পাবনা জেলার প্রায় সর্বত্রই ছাত্রী উপবৃত্তি ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী লইয়া ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে।

জেলার নয়টি থানার প্রায় সাড়ে ৯ শত ভুয়া ছাত্রীর নাম উপবৃত্তির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। আরও প্রায় দেড় হাজার ভুয়া ছাত্রী তালিকাভুক্ত থাকিয়া উপবৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। গত জুলাই মাস হইতে সাড়ে ৯ শত ছাত্রীর নাম বাদ দেওয়া হয়। এই কর্মসূচীর শর্ত অনুযায়ী উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের অবিবাহিত হইতে হইবে। ইহাছাড়া তাহাদের পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ ভাগ মার্ক ও ৭৫ ভাগ ক্লাসে উপস্থিত থাকিতে হইবে। উল্লিখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪ শত ১৭ জনের উপবৃত্তি ১৯৯৭ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। গত জুলাই পর্যন্ত ভুয়া ছাত্রীর সংখ্যা আড়াই হাজার হয়। প্রাথমিক তদন্তে ৯ শত ৫৬ জনের উপবৃত্তি বাতিল করা হয়। সাঁথিয়া, ঈশ্বরদী, সুজানগর, বেড়া, চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া থানার বেশকিছু অযোগ্য ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। সাঁথিয়ার খয়েরবাড়ীয়া শহীদ আহম্মদ রফিক উচ্চ বিদ্যালয়, ডেমরা উচ্চ বিদ্যালয় এবং চাটমোহরের অষ্টমনিষা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৮ জন ছাত্রী ভুয়া বলিয়া অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত চলিতেছে। সাধারণত কোন কোন ছাত্রীর স্কুলে পাঠরত অবস্থাতেই বিবাহ হয় ও পড়া চালাইয়া যায় এবং গরহাজির থাকা ছাত্রীদের তালিকা সঙ্গে সঙ্গে থানা প্রকল্প অফিসারকে অবহিত করার দায়িত্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু রহস্যজনক কারণে অনেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তাহা করেন না। বিদ্যালয়ে হাজিরা ও পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ক শর্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। অজ্ঞতার কারণেও কিছু বৃত্তি বাতিল করা হইয়াছে। এগুলি থানা প্রকল্প কর্মকর্তাগণ তদন্তের পর বাতিল করিয়াছেন। উপবৃত্তির শর্তগুলির ব্যাপারে অনেক অভিভাবকই অবহিত নন বলিয়া তাহারা জানান। শর্ত পালনের ব্যাপারে শিক্ষক, ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকা দরকার।

অপরদিকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর গম-চাউল প্রদানে ব্যাপক ঘাপলার অভিযোগ রহিয়াছে। প্রথমত যে সকল বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী চালু রহিয়াছে সেই সকল বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন লইয়া রহিয়াছে কোন্দল। কোন কোন এলাকায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করিয়া সংঘর্ষ, মারামারি পর্যন্ত হইয়াছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে এখনও কমিটি পুনর্গঠন করা হয় নাই। গম কম দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী দৃশ্যতঃ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে একটি ভাল কর্মসূচী বলিয়া মনে হইলেও আসলে উহা তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতিকে প্রসারিত করিতেছে বলিয়া অনেক শিক্ষক ও বিজ্ঞমহলের ধারণা।